গাংনীতে জমি নিয়ে সংঘর্ষ; একই পরিবারের তিনজন আহত

জমির পথ ও ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে সৎ ভাইয়ের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে তিন জন আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহতরা হলেন, চরগোয়াল গ্রামের স্কুলপাড়া এলাকার খেদালি মোল্লার সানারুল ইসলাম (৫৫) তার ভাই শাহিন আলী (৪৫) ও ভাইস্তে বানারুল ইসলামের ছেলে রাজিব হোসেন (২২)।

আহত সানারুল ইসলাম জানান, ১ বিঘা জমির ভাগাভাগি ও পথ নিয়ে কালুর ছেলে আব্দুল্লাহ ও সিরাপ আলীর সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ গ্যাঞ্জাম চলছিল। গতরাতে এ নিয়ে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ ও সিরাপ আলীর নেতৃত্বে তাদের নারী সদস্য মঞ্জুরা, আঙ্গুরা, জেলেহার ও তাদের লোকজন আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে একই পরিবারের ৪ জনকে পিটিয়ে আহত

বাড়ির জমির আইল নির্ধারণকে কেন্দ্র করে একই পরিবারের ৪ জনকে পিটিয়ে আহত করেছেন প্রতিপক্ষরা।

আহতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের জমির উদ্দীনের ছেলে বাবলু হোসেন (৪৬), তার স্ত্রী বুলুয়ারা খাতুন (৪০), ভাই লাভলু হোসেন ও খোকনের ছেলে সুমন (৩০)।

আহতদের মধ্যে বাবলু হোসেনকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের

করেছেন বাবলু হোসেন।

আহত বাবলু জানান, বাড়ির জমির আইল নির্ধারণকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশি আসাদুল তার স্ত্রী মেহেজান ও কাজল হোসেন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে আমাদের আহত করে। তবে, অপরপক্ষের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত সাপেক্ষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারে চার জনসহ মৃত্যুর সংখ্যা সাত

কোটচাঁদপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। গতকাল শুক্রবার রিমা খাতুনের মৃত্যুর পর যা দাড়িয়েছে ৭ জনে। যার মধ্যে রয়েছে উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের একই পরিবারের ৪ সদস্য। শোকের মাতম চলছে ওই পরিবারে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী গ্রামের তোরাব আলী স্ত্রী শিউলি খাতুন(৫০), মেয়ের মেয়ে খুকুমনি(৭), ছেলে রুবেলের শিশু পুত্র রাফান দেড় মাস ও বউ মা রিমা খাতুন (২৫)কে নিয়ে কোটচাঁদপুর ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরছিল।

পথিমধ্যে কোটচাঁদপুর পৌর কাশিপুর ডিগ্রি কলেজের সামনে পৌছালে, সামনে থেকে আসা ক্যাভার্ড ভ্যানটি সজোরে ধাক্কা দেন। এতে করে ঘটনাস্থলে মারা যান,শিশু রাফান, খুকুমনি ও ভ্যান চালক সলেমান। গুরুতর আহত হন এলাঙ্গী গ্রামের তোরাব আলীর স্ত্রী শিউলি খাতুন (৫০)ও বউমা রিমা খাতুন(২৫),কালীগঞ্জ উপজেলার তিলেচাঁদপুর গ্রামের মাজেদ শেখের ছেলে টিটু শেখ (৪০),ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানার বৈশামারি গ্রামের নুরআলির ছেলে পেয়ারা ব্যাবসায়ী আলামিন

(৬৫),

এ সময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তারুনী পাশা, তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

এরমধ্যে যশোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন শিউলি খাতুন, টিটু শেখ। ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা আলামিন (৬৫),এদিকে রিমা খাতুনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা হাসপাতালে নিয়ে যান স্বজনরা। ওখানেও অবস্থার উন্নতি না হওয়া ওই রাতেই রিমাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান। অবশেষে গতকাল শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে মৃত্যুর কাছে হার মেনে,চলে যান না ফেরার দেশে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ওই ঘটনায় সড়ক ও পরিবহন আইনে থানায় মামলা হয়েছে। মামলা নাম্বার -০১-০৪-০৫-২৩। এলাঙ্গী গ্রামের তোরাব আলী বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলাটি করেছেন।

শৈলকুপায় শিক্ষক হত্যা মামলায় একই পরিবারের ৩ জনের ফাঁসির আদেশ

শৈলকুপায় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন হত্যা মামলায় তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। এছাড়া একজনকে আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার ঝিনাইদহের বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এই রায় প্রদান করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, শৈলকুপা উপজেলার শিতালী গ্রামের গোলাম কুদ্দুস খানের ছেলে রান্নু খান, শামছুর রহমান খানের ছেলে জামাল খান ও তার ভাই কানু খান।

আসামীদের প্রত্যেককে মৃত্যুদন্ডের পাশাপাশি চল্লিশ হাজার টাকা

জরিমানা করা হয়। আমৃত্যু কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী একই গ্রামের ওমেদ আলী খানের ছেলে শামছুর রহমানকে আমৃত্যু দন্ডের পাশাপাশি ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আসামীরা সবাই একই পরিবারের সদস্য এবং নিহত’র ভাই, ভাজিতা ও চাচা বলে জানা গেছে।

আদালতে দেয়া রায় সুত্রে জানা গেছে, সুপারি গাছের মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের সুত্র ধরে ২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আসামীরা এজাহারকারী মোছাঃ শিউলী খাতুনের ভাসুরের ছেলে রিপন আনসারীর বাড়িতে ঢুকে মারধর করে। এ সময় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন ভাতিজাকে ঠেকাতে গিয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় পরদিন নিহত’র স্ত্রী মোছাঃ শিউলী খাতুন বাদি হয়ে ৭ জন আসামীর নাম উল্লেখসহ আরো ৪/৫ জনের বিরুদ্ধে শৈলকুপা থানায় মামলা করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন ৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জসীট প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালত ১৯ জন সাক্ষির মধ্যে ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহন শেষে বুধবার উল্লেখিত রায় প্রদান করেন।

রাষ্ট্র পক্ষে পিপি এ্যাড ইসমাইল হোসেন বাদশা, এজাহারকারীর পক্ষে এ্যাড তারিকুল আলম ও আসামী পক্ষে এ্যাড শামসুজ্জামান তুহিন মামলাটি পরিচালনা করেন।

এ ব্যাপারে নিহত খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীনের ছেলে শৈলকুপার হাটফাজিলপুর হাই স্কুলের শিক্ষক রাশেদুল ইসলাম খান জানান, চোখের সামনে আমার পিতাকে হত্যা নির্মমভাবে করা হয়।

এই রায়ে আমি পুরোপুরি সন্তষ্ট হতে পারিনি। তিনজন আসামীকে বিজ্ঞ আদালত খালাস দিয়েছেন। তারা সরাসরি হত্যা মিশনে অংশ নিয়েছিল। এই রায়ের বিরুদ্ধে আমার মা উচ্চ আদালতে আপীল করবেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ইসমাইল হোসেন বাদশা বলেন, আদালত যে রায় দিয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। দ্রুত এই রায় কার্যকর যেন হয় সেই আশা করছি।